যুগান্তর

তারিখ 24 JAN 2006
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৪

চবিতে যোগ্যদের বাদ দিয়ে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া চূড়ান্ত

বিভাগীয় চেয়ারম্যানের স্ত্রীর আত্মহত্যার হুমকি

সুদীপ্ত শর্মা, *চবি প্রতিনিধি*

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিসংখ্যান বিভাগে যোগ্য প্রার্থীদের বাদ দিয়ে নিয়মনীতি লংঘন করে তিনজন অযোগ্য প্রার্থীকে প্রভাষক পদে নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। এদের মধ্যে একজনকে নিয়োগ দেয়া হলে ওই বিভাগের সভাপতির স্ত্রী আত্মহত্যা করবেন বলে হুমকি দিয়েছেন বলে জানা গেছে।

জানা যায়, গত মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এজেএম নুরুদ্দীন চৌধুরীর সভাপতিত্বে পরিসংখ্যান বিভাগের সিলেকশন কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় ওই বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক মোঃ আবদুল করিম, প্রফেসর নাজমুল সাদত মোঃ ইয়াহিয়া ও সোহরাওয়ার্দী হলের প্রভোস্ট প্রফেসর ড. এসএম শফিকুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন। ওই বৈঠকে তিন শিক্ষক পদে সিলেকশন কমিটি চূড়ান্তভাবে প্রার্থীদের নির্বাচন করে। তারা হলেন- সেলিম জাহাঙ্গীর, হাফসা সানিয়া এবং জামিলুর নাহার লিপি।

সূত্র জানায়, তাদের মধ্যে সেলিম জাহাঙ্গীর ১৯৯৬ সালে নন-থিসিস গ্রুপ থেকে এমএসসি পাস করেন। সেখানে প্রতিবছর গড়ে ৬/৭ জন থিসিস করেন। বর্তমানে তিনি একটি প্রাইভেট কলেজে কর্মরত। শিক্ষকরা অভিযোগ করেছেন, এত আগে পাস করা একজনের চেয়ে নতুন পাসকৃতরা আরও বেশি যোগ্য। এছাড়া থিসিস গ্রুপ থেকে পাসকৃত প্রার্থীরাও যেহেতু আবেদনপত্র জমা দিয়েছেন সেহেতু সেখানে তাকে নেয়ার কোন যুক্তি নেই। তিনজনের আরেকজন হাফসা সানিয়ার অনার্সে দ্বিতীয় শ্রেণী এবং এমএসসিতে ছিল সপ্তম স্থান।

সূত্র জানায়, প্রভাবশালী একজন মন্ত্রী এবং উপাচার্যের সুপারিশের কারণে তাকে নির্বাচন করা হয়েছে। যেখানে আবেদনকৃতদের মধ্যে অর্ধডজনের বেশি প্রার্থীর চারটি প্রথম বিভাগ ছিল। এছাড়াও একজনের অনার্সে পুরো অনুষদে রেকর্ড পরিমাণ নম্বরসহ প্রথম শ্রেণী এবং এমএসসিতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান ছিল। এছাড়াও তাদের মধ্যে কয়েকজনের নিজস্ব প্রকাশনা ছিল। অথচ তাদের বাদ দিয়ে নিয়মনীতি লংঘন করে উপরোক্ত তিনজনকে নির্বাচিত করা হয়েছে। এদিকে তাদের মধ্যে তৃতীয়জন জামিলুর নাহার লিপিকে নিয়োগ দেয়া হলে ওই বিভাগের সভাপতি মোঃ আবদুল করিমের স্ত্রী আত্মহত্যার হুমকি দিয়েছেন। আর এ জন্য স্বামীসহ স্বয়ং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং সিলেকশন কমিটির অপর দুই শিক্ষক দায়ী থাকবেন বলে জানিয়েছেন। জানা যায়, সিলেকশন কমিটির বৈঠকের আগেরদিন সোমবার আবদুল করিমের স্ত্রী উপাচার্য এজেএম নুরুদ্দীন চৌধুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এ সময় তিনি উপাচার্যের কাছে এ ছাত্রীর সঙ্গে তার স্বামীর অনৈতিক সম্পর্কের অভিযোগ উত্থাপন করেন এবং অনুরোধ করে জানান, তাকে যেন কিছুতেই সিলেকশন কমিটিতে নির্বাচন করা না হয়। উপাচার্য ছাড়াও তিনি কমিটির অন্য সদস্যদের সঙ্গেও যোগাযোগ করেন। ওই ছাত্রীকে নিয়োগ দেয়া হলে তার সংসারে ফাটল সৃষ্টি হবে বলে তাদের জানান। কিন্তু গত মঙ্গলবারের সভায় তাকেও নির্বাচিত করা হয়। ওই বিভাগের সভাপতির কারণেই তাকে নির্বাচিত করা হয় বলে জানা গেছে। বিভাগীয় সূত্র জানায়, বিজ্ঞাপিত তিনটি প্রভাষক পদের দুটি এখনও শূন্য নয়। এছাড়া বর্তমান সভাপতির মেয়াদকালে নিয়োগকৃত পাঁচজনের ক্লাস নেয়ার মতো পর্যাপ্ত ক্লাস নেই। সূত্র আরও জানায়, বর্তমান সভাপতির মেয়াদকালে আগামী ২৭ জানুয়ারি এবং উপাচার্যের মেয়াদকাল আগামী ২ ফেব্রুয়ারি শেষ হয়ে যাবে বিধায় তাড়াহুড়ো করে তাদের নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। এ ব্যাপারে যোগাযোগ করা হলে বিভাগীয় সভাপতি মোহাম্মদ আবদুল করিম বলেন, এগুলো সব মিথ্যা, বানোয়াট। উপাচার্য এজেএম নুরুদ্দীন চৌধুরী সব অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, আমার কাছে অনেক লোকই আসে। তাদের মধ্যে ওই বিভাগের সভাপতির স্ত্রীও আসতে পারে।